ঢাকা মহানগরীর পল্লবী থানা পুলিশের গুলিতে কাজী মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন আবীর নিহত হওয়ার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.৩০টার দিকে ঢাকা মহানগরীর পল্লবী থানার রূপনগর আবাসিক এলাকার কাজী গোলাম ফারুকের ছেলে কাজী মোঃ ইমতিয়াজ হোসেন আবীর (১৬) পল্লবীর সেকশন ১২/ই ব্লকের বেড়ী বাঁধের নিচে বালুর মাঠ বস্তিতে পল্লবী থানা পুলিশের গুলিতে নিহত হন বলে আবীরের পরিবার অভিযোগ করেছে।

আবীর এর পরিবার জানায়, আবীর কখনই কোন অপরাধী কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত বা নেশাগ্রস্ত ছিলেন না। তাঁরা বলেন, পুলিশ সদস্যরা আবীরকে হত্যা করেছে। পুলিশ সদস্যদের দাবী- আবীর ছিলেন নেশাগ্রস্ত এবং ঘটনাস্থলে পুলিশের সঙ্গে গোলাগুলিতে ক্রসফায়ারে আবীর মারা গেছেন।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে

- নিহতের আত্মীয়স্বজন
- প্রত্যক্ষদর্শী
- ময়না তদন্তকারী ডাক্তার
- মর্গ-সহকারী এবং
- আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

ছবি: ইমতিয়াজ হোসেন আবীর

কাজী মো: গোলাম ফারুক (৫৬), নিহতের বাবা

কাজী মো: গোলাম ফারুক অধিকারকে বলেন, তিন সন্তান ও স্ত্রী মনোয়ারা বেগমকে নিয়ে পল্লবীর রূপনগর আবাসিক এলাকার ২১ নম্বর রোডের ৩১ নম্বর বাড়ীর তৃতীয় তলায় তিনি ভাড়া

থাকতেন। তিনি তিতাস গ্যাস এর ফিন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, আবীর ছিল মোহাম্মদপুর নর্দান কলেজের বাণিজ্য বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র। ১০ জানুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে আবীর বাসার কাছে ২২ নম্বর রোডে ব্যাডমিন্টন খেলা দেখার জন্যে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। রাত ৮.৩০টার দিকে তাঁর স্ত্রী মনোয়ারা বেগম আবীরকে বাসায় ফেরার জন্যে মোবাইল ফোনে কল করেন। তখন অপরিচিত এক লোক আবীরের মোবাইল ফোন রিসিভ করে। তাঁর স্ত্রী তখন আবীরের সঙ্গে কথা বলতে চান। কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে তাঁর স্ত্রীর কথার জবাব না দিয়ে উল্টো ঐ ব্যক্তি প্রশ্ন করে, আবীরের বাসার ঠিকানা কি, আবীরের কোন আত্মীয়স্বজন আছে কিনা। আবীরের মা রাত ৯.০০টা পর্যন্ত কয়েক বার আবীরের মোবাইলে কল করে কথা বলতে ব্যর্থ হন। এক পর্যায়ে আবীরের মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। রাতে আবীর বাসায় না ফেরায় তিনি ফোন করে আত্মীয়স্বজনদেরকে বিষয়টি জানান এবং খোঁজখবর নিতে বলেন।

কাজী মো: গোলাম ফারুক অধিকারকে আরো বলেন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সকাল ৭.০০টার দিকে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের ক্যাপশন নিউজে দেখতে পান, পল্লবীতে পুলিশের ক্রসফায়ারে আবীর নামে এক যুবক নিহত। তিনি তখন এই বিষয়টি তাঁর ছোট ভাই কাজী আবু জাফর সিদ্দিকীকে জানান। কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী মোবাইল ফোনে পল্লবী থানায় যোগাযোগ করে জানতে পারেন, আবীর নামে একটি ছেলে পুলিশের ক্রসফায়ারে মারা গেছে ও তাঁর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। সকাল ৮.০০টার দিকে কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী মর্গে যান এবং আবীরের লাশ সনাক্ত করে মোবাইল ফোনে তাঁকে এটা নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী মর্গ থেকে আবীরের লাশ নিয়ে আসেন ও সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবি কবর স্থানে লাশের দাফন সম্পন্ন হয়। তিনি আরো জানান, আবীরের নামে কোন থানায় কোন মামলা বা জিডি নেই এবং আবীরের কোন নেশার প্রতিও আসক্তি ছিল না। অথচ পুলিশ সদস্যরা আবীরকে হত্যা করেছে। তবে তিনি পুলিশি হয়রানির ভয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে থানা অথবা আদালতে কোন অভিযোগ দায়ের করেননি।

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী (৫২), আবীরের চাচা

কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী অধিকারকে বলেন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সকাল ৭.০০টার দিকে মোবাইল ফোনে আবীরের মা মনোয়ারা বেগমের কাছ থেকে জানতে পারেন, বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলের সংবাদে দেখানো হচ্ছে যে, পল্লবী থানায় আবীর নামে একটি ছেলে পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। এখবর শুনে তখন তিনি এক আত্মীয়ের মাধ্যমে পল্লবীতে থানায় খবর নেন এবং তিনি থানা থেকে জানতে পারেন, আবীর নামে যে ছেলেটি মারা গেছে, তাঁর লাশ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে আছে। তিনি সকাল ৮.০০টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে যান এবং মর্গের ফ্রিজে রাখা আবীরের লাশ সনাক্ত করেন। তিনি লাশের ডান হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ হওয়ার দুইটি চিহ্ন দেখতে পান। বিকেল ৩.০০টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শর্মিলা আফরিন মর্গে

আসেন এবং লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। বিকেল ৪.০০টার দিকে ডাঃ প্রদীপ বিশ্বাস লাশের ময়না তদন্ত করেন। বিকেল ৫.০০টার দিকে ময়না তদন্ত শেষ হলে মর্গ থেকে তিনি লাশ বুঝে নেন। ১১ জানুয়ারী ২০১১ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবি কবর স্থানে লাশের দাফন সম্পন্ন হয়।

মোঃ জয়নাল (৪৮), প্রত্যক্ষদর্শী, পল্লবী বালুর মাঠ বস্তি কমিটির চেয়ারম্যান

মোঃ জয়নাল অধিকারকে বলেন, তিনি পল্লবী বেড়ী বাঁধের নিচে বালুর মাঠ বস্তিতে থাকেন। ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.৩০টার দিকে তিনি বেড়ী বাঁধের ওপর দোকান থেকে চা খেয়ে বাসায় ফিরছিলেন। হঠাৎ বেড়ী বাঁধের নিচের দিকে অর্থাৎ তাঁর বাসার দিকে বালুর মাঠে দুইটি গুলির আওয়াজ পান। তিনি বাসার দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। ঘন কুয়াশার মধ্যে ৩/৪ জন পুলিশ সদস্যকে দেখতে পান। একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে বলেন, আবীর নামে এক সন্ত্রাসী গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তিনি দেখতে পান, অল্প বয়সী একটি ছেলে মাটিতে চিৎ হয়ে গোঙ্গাচ্ছে এবং ডান হাঁটু দিয়ে প্রচুর রক্ত গড়িয়ে মাটিতে পড়ছে। তার ডান হাতের কাছে মাটিতে একটি অস্ত্র পড়ে রয়েছে। তিনি বুঝতে পারেন যে, একটু পরেই গোঙ্গানি থেমে যায় এবং ছেলেটি মারা যায়।

তিনি বলেন, প্রায় ৩০ মিনিট পরে র‍্যাব এবং পুলিশের কয়েকটি পিকআপ ভ্যান বেড়ী বাঁধে আসে। পুলিশ সদস্যরা লাশটি বাঁধের ওপরে নিয়ে যায়। পল্লবী থানার ইসমাইল নামে এক পুলিশ সদস্য তাঁর সামনেই একটি জব্দ তালিকা তৈরি করে। তিনি এবং প্রতিবেশী আজিজ ও সাহাবুদ্দিন জব্দ তালিকাতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন। পরে তিনি জানতে পারেন, রাত ৮.০০টার দিকে ছেলেটি গাঁজা কেনার জন্যে তাঁর বাসা সংলগ্ন মাদক বিক্রেতা বাবুলের কাছে এসেছিল। ছেলেটি ১০০ টাকার গাঁজা ৮০ টাকা দিয়ে কিনতে চাইলে বাবুল তা দেয়নি। এর ফলে ছেলেটি পকেট থেকে পিস্তল বের করে বাবুলকে গুলি করার হুমকি দেয়। তখন বাবুল সুকৌশলে ছেলেটিকে বসিয়ে রেখে পল্লবী থানা পুলিশকে সংবাদ দেয়। রাত ৮.৩০টার দিকে পল্লবী থানার টহল পুলিশের দল বাবুলের বাসা ঘেরাও করলে ছেলেটি পুলিশের দিকে পিস্তল তাক করে বালুর মাঠে যেতে থাকে। তখন পুলিশ সদস্যরা ছেলেটির দিকে গুলি ছোঁড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই ছেলেটি গুলিবিদ্ধ হয় এবং মারা যায়।

আব্দুল আজিজ (৫০), প্রত্যক্ষদর্শী, পল্লবী বালুর মাঠ বস্তি কমিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান

আব্দুল আজিজ অধিকারকে বলেন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.৩০টার দিকে তাঁর বাসা সংলগ্ন বেড়ী বাঁধের ওপরে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিলেন। এসময় বাসার উত্তর পাশে পরপর দুইটি গুলির আওয়াজ হয়।

তিনি গুলির আওয়াজ শুনে ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে যান। তিনি ২/৩ জন পুলিশ সদস্যকে সেখানে দেখতে পান। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে বলেন, বস্তিতে ডাকাত এসেছিল। ডাকাতদের সঙ্গে তাদের গুলি বিনিময় হয়েছে। এতে একজন ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে আছে। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে ডেকে নিয়ে গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে দেখায়। তিনি দেখেন, অল্প বয়সী একটি ছেলে, ডান হাঁটুতে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তিনি ওই ছেলেটিকে কোন দিনই এই বস্তিতে দেখেননি। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে

বলে, গুলিবিদ্ধ ডাকাতের নাম আবীর। পরে বস্তির অনেক লোক এসে ভীড় জমালে এক পুলিশ সদস্য লাশটি টেনে নিয়ে বেড়ী বাঁধের ওপরে তোলে। প্রায় ১০/১৫ মিনিট পরে র‍্যাব ও পুলিশের কয়েকটি পিকআপ ভ্যান আসে। পুলিশ সদস্যরা জব্দ তালিকা তৈরি করলে তিনি তাতে সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন।

এএসআই মোঃ ইসমাইল হোসেন, ব্যাচ নম্বর ৭৬৯৫০১৬৩৯২, পল্লবী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

এএসআই মোঃ ইসমাইল হোসেন অধিকারকে জানান, ১০ জানুয়ারী ২০১১ পিসিসি নম্বর ১৫০/১১; জিডি নম্বর ৭০১ মূলে টহল দল নিয়ে পল্লবী থানার বেড়ী বাঁধ এলাকায় ডিউটি করছিলেন। টহল দলে ছিলেন তিনি, কনস্টেবল মোঃ মুজিবুর রহমান আইডি নম্বর ২৫৫৭ ও কনস্টেবল মোঃ সাইদুর রহমান আইডি নম্বর ১৯৮৮৩। রাত ৮.৩৫টার দিকে পল্লবী থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ ইকবাল হোসেন মোবাইল ফোনে তাঁকে জানান, পল্লবী ১২/ই ব্লকে বেড়ী বাঁধের নিচে বালুর মাঠ বস্তিতে ৫/৬ জন ডাকাত ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এখবর পেয়ে তিনি রাত ৮.৫৫টার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছেন। পুলিশ সদস্যদের উপস্থিতি টের পেয়ে ডাকাত দল পুলিশকে লক্ষ্য করে এলোপাতারি গুলি ছুঁড়তে থাকে। পুলিশও পাল্টা গুলি ছুঁড়লে দুবৃত্তরা ঘন কুয়াশা এবং রাতের অন্ধকারে পালাতে থাকে। তিনি বলেন, গুলি ছোঁড়া অবস্থায় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখেন, ডান হাতে রিভলবার এবং গুরুতর জখম অবস্থায় এক দুর্বৃত্ত মাটিতে পড়ে আছে। তিনি ওই দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করেন। দুর্বৃত্তের নাম জানতে চাইলে সে তার নাম আবীর বলে জানিয়েই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তিনি আবীরকে চিকিৎসার জন্যে দ্রুত জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (পঙ্গু হাসপাতাল) পাঠান। রাত ৯.২৫টার সময় তিনি ঘটনাস্থল থেকে একটি রিভলবার, দুই রাউন্ড গুলি ও দুইটি খালি কাতুর্জ উদ্ধার করে তার একটি জব্দ তালিকা তৈরি করেন। জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসেবে বস্তির বাসিন্দা মোঃ জয়নাল (৪৮), সাহাবুদ্দিন (৪৫) এবং আজিজের (৫০) স্বাক্ষর নেন। তিনি জানান, তিনি এবং সাইদুর রহমান নামে অপর এক পুলিশ সদস্য এই ঘটনায় জখম হন এবং পল্লবীর আধুনিক হাসপাতালে তাঁরা চিকিৎসা নেন। তিনি সুস্থ হলেও পরে সাইদুরকে রাজারবাগ পুলিশ লাইন হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে বলে জানতে পারেন। তিনি জানান, এঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি বাদী হয়ে আবীরসহ ৪/৫ জন অজ্ঞাতনামা দুবৃত্তকে আসামী করে ডাকাতির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া, অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র নিজ হেফাজতে রাখা, খুন করার উদ্দেশ্যে গুলি ছোঁড়া এবং সরকারী কাজে বাধাদানের অপরাধে তিনটি মামলা দায়ের করেন।

১। পল্লবী থানার মামলা নম্বর ২৭; তারিখ-১০/০১/২০১১। ধারা ১৮৭৮ সালের অস্ত্র আইনের ১৯(ক)।

মামলাটি তদন্তের দায়িত্বে রয়েছের এসআই মোঃ হেকমত আলী।

২। পল্লবী থানার মামলা নম্বর ২৮; তারিখ-১০/০১/২০১১। ধারা ৩৫৩/৩৩২/৩৩৩ দণ্ডবিধি। সরকারী কাজে বাধাদান এবং সরকারী কর্মচারীকে জখম করার অপরাধ। মামলাটির তদন্ত করছেন এসআই ইয়াসিন মুন্সী।

৩। পল্লবী থানার মামলা নম্বর ২৯; তারিখ-১০/০১/২০১১। ধারা ৩৯৯/৪০২/৩০২ দণ্ডবিধি। ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ডাকাতদের সমবেত হওয়া এবং হত্যা চেষ্টার অপরাধ। মামলাটি তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন এসআই এজাজুল ইসলাম।

মো: ইকবাল হোসেন, অফিসার ইনচার্জ, পল্লবী থানা, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

মো: ইকবাল হোসেন অধিকারকে বলেন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ৮.০০টার দিকে একটি খবর পান যে, পল্লবী ১২/ই ব্লকে বেড়ী বাঁধের নিচে বালুর মাঠ বস্তিতে মাদক ব্যবসায়ী বাবুলের আখড়ায় ৫/৬ জন ডাকাত ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি তখন টহল পুলিশের টিমে থাকা এএসআই ইসমাইলকে মাদকের আখড়া বন্ধ এবং ডাকাত দলকে গ্রেপ্তারের জন্যে নির্দেশ দেন।

তাঁর নির্দেশে এএসআই ইসমাইল পুলিশ সদস্যদের নিয়ে ঘটনাস্থলে যায় এবং পুলিশ ও দুর্বৃত্তদের গুলি বিনিময়ে আবীর নামে এক ডাকাত গুলিবিদ্ধ হয়। আবীরকে চিকিৎসার জন্যে প্রথমে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত ডাঃ দেওয়ান নুরুল ইসলাম আবীরকে মৃত ঘোষণা করেন। এরপর পুলিশ সদস্যরা আবীরকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগে নিয়ে যায়। সেখানেও কর্তব্যরত চিকিৎসক আবীরের মৃত্যু নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এঘটনার পরে পুলিশের মিরপুর জোনের উপকমিশনার ইমতিয়াজ আহমেদ একটি তদন্ত করেন। তিনি উপকমিশনার ইমতিয়াজ আহমেদ এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

ইমতিয়াজ আহমেদ, উপকমিশনার, মিরপুর জোন, ঢাকা মহানগর পুলিশ, ঢাকা

ইমতিয়াজ আহমেদ অধিকারকে বলেন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত ১০.০০টার সময় পল্লবী থানার পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে দুবৃত্তদের ক্রসফায়ারের ঘটনায় আবীর নামে একটি ব্যক্তি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। তিনি এ বিষয়ে একটি তদন্ত করেন। তদন্ত প্রতিবেদনটি তিনি ইতিমধ্যে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে জমা দিয়েছেন।

তিনি বলেন, আবীর বাবুল নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা করার জন্যে পল্লবী ১২/ই ব্লকে বেড়ী বাঁধের নিচে বালুর মাঠ বস্তিতে গিয়েছিল এবং মদ পান করার পর তারা ৫/৬ জন মিলে ডাকাতি করার প্রস্তুতি নিয়েছিল। তখন পুলিশের টহল টিম ঘটনাস্থলে গেলে উভয়পক্ষের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। এতে আবীর গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়।

ডাঃ দেওয়ান নুরুল ইসলাম, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পূনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, ঢাকা

ডাঃ দেওয়ান নুরুল ইসলাম অধিকারকে বলেন, ১০ জানয়ারী ২০১১ রাত ১০.০০টার সময় পল্লবী থানার দুই পুলিশ সদস্য আবীর নামে এক যুবকের লাশ হাসপাতালে আনেন। পুলিশের পিসিসিতে লেখা ছিল, আবীর, পিতা ও সাং অজ্ঞাত, বয়স-২৪ বছর। এক পুলিশ সদস্য তাঁকে বলেন, পুলিশের সঙ্গে ক্রসফায়ারে আবীর গুলিবিদ্ধ হয়েছে। তিনি দেখতে পান, আবীরের ডান হাঁটুর নিচে সামনে দিয়ে গুলি ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় প্রধান রক্তনালীটি ছিঁড়ে গেছে। এছাড়া আবীরের

শরীরের কোথাও কোন নির্যাতনের চিহ্ন পাওয়া যায়নি এবং সে নেশাগ্রস্ত ছিল না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর প্রমাণ পত্র তৈরি করে দিলে তারা লাশটি ময়না তদন্তের জন্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

শর্মিলা আফরিন, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা পরিষদ, ঢাকা

শর্মিলা আফরিন অধিকারকে বলেন, ১১ জানুয়ারী ২০১১ সকাল ১১.০০টার দিকে জেলা প্রশাসকের এক আদেশপত্রে তাঁকে জানানো হয় যে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ক্রসফায়ারে নিহত আবীর নামে এক যুবকের লাশ রয়েছে। তিনি আদেশপত্রটি নিয়ে বিকাল ৩.০০টার দিকে মর্গে যান এবং আবীরের লাশের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। তিনি জানান, লাশের ডান হাঁটুর নিচে দুইটি গুলির চিহ্ন ছিল। যা সামনে দিয়ে ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এছাড়া মৃত্যুর কারণ হিসেবে আর কোন আলামত তিনি পাননি বলে অধিকারকে জানান।

ডাঃ প্রদীপ বিশ্বাস, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

ডাঃ প্রদীপ বিশ্বাস অধিকার এর সঙ্গে আবীরের ময়না তদন্তের বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

সেকেন্দার, মর্গ-সহকারী, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা

সেকেন্দার অধিকারকে বলেন, ১০ জানুয়ারী ২০১১ রাত প্রায় ১১.০০টার দিকে কয়েক জন পুলিশ সদস্য পল্লবী থানার মামলা নম্বর ২৯, তারিখ ১০/০১/২০১১ সিসি মূলে আবীর নামে এক যুবকের লাশ আনেন। আবীর পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ক্রসফায়ারে মারা গেছে বলে তাঁকে জানানো হয়। পুলিশ সদস্যদের অনুরোধে লাশটি মর্গের ফ্রিজে রাখেন। ১১ জানুয়ারী ২০১১ বিকেল ৩.০০টার দিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শর্মিলা আফরিন মর্গে এসে আবীরের মৃত দেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। পরে ডাঃ প্রদীপ বিশ্বাস লাশের ময়না তদন্ত করেন। ময়না তদন্ত নম্বর ৫৭। তারিখ ১১ জানুয়ারী ২০১১। তিনি বলেন, লাশের ডান হাঁটুর নিচে গুলি ঢুকে পেছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে। লাশের শরীরে অন্য কোন আঘাতের চিহ্ন বা মাদকের কোন আলামত দেখা যায়নি বলে জানান। তিনি মর্গেই লাশ ধুয়ে কাফনের কাপড় পরিয়ে দেন। বিকাল ৫.০০টার দিকে আবীরের চাচা কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী লাশ বুঝে নিয়ে যান।

তথ্যানুসন্ধান এর বিশ্লেষণঃ

তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার পুলিশ সদস্য, হাসপাতালের চিকিৎসক এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যের অমিল লক্ষ্য করে। পুলিশ সদস্যদের বক্তব্যে জানা যায়, পল্লবীর সেকশন ১২/ই ব্লকের বেড়ী বাঁধের নিচে বালুর মাঠ বস্তিতে একদল দুর্বৃত্ত ডাকাতি করার প্রস্তুতি গ্রহন করছিল। এসময় সংবাদ পেয়ে পুলিশের টহল দল এলাকা ঘিরে ফেলে। দুর্বৃত্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়লে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। তখন পুলিশ সদস্য এবং দুর্বৃত্তদের মধ্যে গোলাগুলি হয়। এতে আবীর নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হন। পরে পুলিশ সদস্যরা আহত ও নেশাগ্রস্ত আবীরকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে

চিকিৎসাধীণ অবস্থায় আবীর মারা যান। পুলিশ সদস্যদের দায়ের করা মামলার এজাহারে আবীরের বয়স ২৮ বছর লেখা হয়েছে।

কিন্তু হাসপাতালের চিকিৎসক জানান, আবীরকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছিল এবং তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন না। চিকিৎসক মৃত্যুর প্রমাণপত্রে লিখেছেন আবীরের বয়স ২৪ বছর। অপরপক্ষে আবীরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার বয়স ১৬ বছর। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্যে পাওয়া যায়, আবীর পুলিশ সদস্যদের গুলি করেনি। এঘটনার পর বাবুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

অধিকার এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি বিধানের জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে।

-সমাপ্ত-